দলীপ ট্রফিতে ভারতীয় এ দলে সুযোগ পাননি। তাই এবার বাংলার রঞ্জি ট্রফি দলের অধিনায়কত্ব ছাড়লেন মনোজ তিওয়ারি।

মাঠে - ময়দানে

ফের বিশ্বকাপের আসরে ব্যর্থ। সামনে ক্লাব ফুটবল। এবার বার্সেলোনা ছেড়ে ইন্টার মিলানে খেলতে পারেন লিওনেল মেসি।

ডিডিসিএ কমিটিতে বীরু-গোতি

ANNOUNCEMENT OF CRICKET COMMITTEE

The DDCA is pleased to appoint the Cricket Committee, comprising of the following former cricket players who have made significant contribution to the game of Cricket :

i. Mr. **Virender Sehwag** – Former International Player
ii. Mr. **Rahul Sanghvi** – Former International Player
iii. Mr. **Aakash Chopra**– Former International Player

Mr **Gautam Gambhir**, current player will be a special invitee to the Committee.

The Cricket Committee is authorised to form various Selection Committees as per the recommendations made by the Lodha Committee and the BCCI guidelines for the State Association and to give valuable guidance to the Association for the improvement of Cricket in Delhi.

Rajat Sharma
President, DDCA

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই: ওপেনিং জুটিতে ভারতকে অনেক ম্যাচ জিতিয়েছেন। এবার দিল্লি ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বীরু-গোতি জুটিতে ভরসা রাখছেন নব নির্বাচিত ডিডিসিএ প্রেসিডেন্ট রজত শর্মার। বুধবার ক্রিকেট কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করল ডিডিসি। ক্রিকেট কমিটিতে বীরেন্দ্র সহবাগ, গৌতম গম্ভীর, আকাশ চোপড়া এবং রাহুল সাংভি। গোতিকে বিশেষভাবে কমিটিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এক বিবৃতিতে ডিডিসিএ জানায়, লোধা কমিটির সুপারিশ মেনেই ক্রিকেট কমিটি বেছে নেওয়া হয়েছে। আশা করি, বোর্ডের গাইডলাইন মেনে দিল্লির ক্রিকেটকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। নবনির্বাচিত ডিডিসিএ প্রেসিডেন্ট রজত শর্মা নতুন ক্রিকেট কমিটিতে স্বাগত জানিয়েছেন। সরকার মনোনীত সদস্য হিসাবে কমিটিতে গম্ভীরকে রাখা হয়েছে বলে জানান ডিডিসিএ সেক্রেটারি বিনোদ তিহারা। ডিডিসিএ নির্বাচনের আগে হাইকোর্ট নিযুক্ত বিচারপতি বিক্রমজিত সেন দিল্লি ক্রিকেট বোর্ডের মসনদে ছিলেন। সে সময় ক্রিকেট কমিটির দায়িত্ব সামলেছেন গম্ভীর। কিন্তু চলতি মাসেই নির্বাচনে ডিডিসিএ প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হন বিশিষ্ট সাংবাদিক রজত শর্মা। তাঁর পুরো প্যানেলই নির্বাচনে জয়লাভ করে। তার পর বিভিন্ন সাব সাব কমিটি গঠন করতে গিয়ে বুধবার ক্রিকেট কমিটি গড়া হয়। তবে ক্রিকেট কমিটিতে গম্ভীরের থাকা নিয়ে স্বার্থের সংঘাতের প্রশ্ন উঠতে চলেছে। এখনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেননি গম্ভীর। সুতরাং বাঁ-হাতি ওপেনারকে ক্রিকেট কমিটিতে রাখা হলে তা স্বার্থের সংঘাত হবে কি না, তা ভেবে দেখছে ডিডিসিএ কর্তারা।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য নিজেকে তৈরি করছেন : প্রণয়

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই: সামনেই এশিয়ান গেমস, তার পর শুরু বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ।

মূলত আসন্ন এই দুটি টুর্নামেন্টই এখন পাখির চোখ এইচ এস প্রণয়ের। পুরনো ব্যর্থতাকে ভুলে আবার নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছেন প্রণয়। এই মরশুমে বহু ম্যাচে জয়ের কাছাকাছি পৌঁছেও শেষ পর্যন্ত জিততে পারেননি প্রনয়। অধরা রয়ে গিয়েছে খেতাব। বিশেষ করে ২০১৮ গোল্ড কোস্ট কমনওয়েলথ গেমসের সেমিফাইনালে এবং ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে খুব কাছে গিয়েও হারতে হয়েছে প্রণয়কে। তবে, এবার আর অতীতের ঘটনাকে মনে করে পিছনের দিকে তাকাতে নারাজ প্রণয়। কোনও ধরনের নেগেটিভ চিন্তাভাবনা যাতে তাঁর মনে প্রভাব না ফেলতে পারে সেই কারণে এখন নিজের ফোকাস ঠিক রাখতে আসন্ন দুটি চ্যাম্পিয়নশিপের আগেই নজর রেখেছেন প্রণয়।

তিনি বলেন, গুরুত্বপূর্ণ যে ম্যাচগুলো আমি হেরেছি, সেগুলোর সম্পর্কে ভাবা বন্ধ করে দিয়েছি। কারণ এগুলো নিয়ে যত ভাবব, ততই নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা ঘিরে ধরবে আমায়। আমি এখন সামনের দিকে তাকিয়ে, নিজের সেরা তুলে আনার চেষ্টা চালাচ্ছি। অঙ্ক কষে ঝুঁকি নিতে চাইছি। তাঁর আরও সংযোজন, আমি মনে করি একজন ক্রীড়াবিদ যখন হারে তখন লোকে তার খেলার উপর নজর করে। কিন্তু অঙ্ক কষে যখন সে ঝুঁকি নেয়, তখন তার খেলার উপর কারোর নজর থাকে না। এশিয়ান ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে অঙ্ক কষে ঝুঁকি নিয়ে খেলে আমি সাফল্য পেয়ে ছিলাম।

সিঙ্গাপুরে আর্সেনালের এক ট্রেনিং ক্যাম্পে খুদে সমর্থকের সঙ্গে মেসুট ওজিল।

বর্ণবৈষম্য নিয়ে ওজিলের অভিযোগ উড়িয়ে দিল ডিএফবি

সিঙ্গাপুর, ২৫ জুলাই: জার্মান ফুটবল সংস্থার বিরুদ্ধে বর্ণবৈষ্যমের গুরুতর অভিযোগ তুলে অবসর ঘোষণা করেছেন মেসুট ওজিল। ওজিলের এমন গুরুতর অভিযোগ স্বভাবতই চাঞ্চল্য গোটা ফুটবল বিশ্বে। তবে অবসর ঘোষণা গ্রহণের পরদিনই ওজিলের যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দিল জার্মান ফুটবল ফেডারেশন (ডিএফবি)। এক বিবৃতিতে তাঁরা জানিয়েছেন, জাতীয় দল থেকে ওজিলের অবসর নেওয়াটা দুঃখজনক। তবে বর্ণবৈষম্যের যে অভিযোগ ওজিল এনেছেন, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ডিএফবি কখনই বর্ণবৈষম্যকে প্রশ্রয় দেয় না।

সম্প্রীতি রক্ষাই আমাদের মূল লক্ষ্য। বছরের পর বছর ধরে ডিএফবি সেটাই করে চলেছে। তা সত্ত্বেও ওজিলের এমন মন্তব্য অত্যন্ত দুঃখজনক। উল্লেখ্য, অবসর প্রসঙ্গে ওজিলের অভিযোগ ছিল, জার্মানি জিতলে তাঁকে জার্মান মনে করা হয়। কিন্তু দেশ হারলেই তাঁকে দেখা হয় অনুপ্রবেশকারী হিসাবে। এই পরিস্থিতিতে তাঁর পক্ষে আর জার্মানির হয়ে খেলা সম্ভব নয়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় তিন পাতার লম্বা খোলা চিঠি পোস্ট করে ওজিল ব্যাখ্যা করেন, কী ভাবে বার বার তাঁকে অপমানিত করা হয়েছে। এমনকি গত মে মাসে লন্ডনে এক অনুষ্ঠানে কীভাবে তাঁকে হেনস্থার শিকার হতে হয়, সে বিষয়টিও চিঠিতে উল্লেখ করেন তিনি। কিন্তু ২০১৪ জার্মানির বিশ্বকাপ জয়ী দলের এই গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের সব অভিযোগ উড়িয়ে দিল জার্মান ফুটবল সংস্থা।

প্রস্তুতি ম্যাচে জয় পেল দুই প্রধান

স্টাফ রিপোর্টার: কলকাতা লিগ ফুটবল লিগে খেলতে নামার আগে দুই প্রধান ব্যস্ত প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে। বুধবার নিজেদের মাঠে ইস্টবেঙ্গল ৪-০ গোলে হারাল বিএসএফকে। ম্যাচের প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি। ইস্টবেঙ্গল বড় ব্যবধানে জয় পেলেও মোহনবাগান কোনওরকমে জয় পেল তালতলা দীপ্তি সংঘের বিরুদ্ধে। বাগানের জার্সি গায়ে গোল দুটি করেন হেনরি এবং শিল্টন ডি'সিলভা। ওদিকে আত্মঘাতী গোল করলে ব্যবধান কমায় তালতলা দীপ্তি সংঘ। প্রস্তুতি ম্যাচে জয়ের ধারা বজায় রাখতে পেরে ইস্টবেঙ্গল টিডি সুভাষ ভৌমিক এবং মোহন কোচ শঙ্করলাল চক্রবর্তী খুশি।

বার্সেলোনায় যোগ দিলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা ম্যালকম ফিলিপে সিলভা ডি অলিভিয়ার।

কোচ ফ্লয়েড

স্টাফ রিপোর্টার: মাতোসের জায়গায় ইন্ডিয়ান অ্যারোজের কোচ হচ্ছেন ফ্লয়েড পিন্টো। ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দলের এই সহকারি কোচকে এবার দেখা যাবে কোচিং করাতে। ফেডারেশনের এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার লড়াইয়ে ইমরান

ইসলামাবাদ, ২৫ জুলাই: ক্রিকেটের বাইশ গজের লড়াইয়ে জয়ের পর এবার ইমরান খানের লক্ষ্য রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে সর্বোচ্চ আসনে বসা।

পাকিস্তানের নির্বাচন। আর এবারের নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী পদের প্রার্থী প্রাক্তন পাকিস্তান অধিনায়ক ইমরান খান। ইমরানের হাত ধরেই বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন খেতাব জয় করেছিল পাকিস্তান। বর্তমানে দুর্নীতির দায়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। এমনকি তার কন্যা এবং জামাইও এখন শ্রীঘরে। ইমরান দুর্নীতি মুক্ত পাকিস্তান গড়ার ডাক দিয়েছেন। নওয়াজের গ্রেফতার যেন তাতে শিলমোহর দিয়েছে। এর আগে কখনও ক্ষমতায় আসেননি প্রাক্তন পাকিস্তান পেস বোলার। তবে এবার ক্ষমতায় আনার ব্যাপারে আশাবাদী সবাই।

প্রাক্তন অধিনায়ক ইমরানের নির্বাচনী প্রচার সঙ্গী হলেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইক আর্থারটন। ক্রিকেট জীবনে অধিনায়ক হিসাবে পাকিস্তানকে বিশ্বকাপ এনে দেওয়ার পাশাপাশি সফলতম অধিনায়ক হলেন ইমরান। খেলা ছাড়ার পর কিছুটা হলেও অন্যরকম জীবনযাপন করতে দেখা যায় তাকে। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর ইমরানের জীবনে ফের বদল আসে। মায়ের মৃত্যুর পর ইমরান একটি হাসপাতাল গড়ার কথা ভাবেন। সঙ্গী ছিল আরও কিছু জনহিতকর কাজের পরিকল্পনা, ১৯৮৪ সালে হাসপাতাল চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক জীবনও শুরু। তবে প্রথম দিকে রাজনীতিতে একেবারেই সামনের সারিতে ছিলেন না পাকিস্তানকে বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন করা অধিনায়ক। ধীরে ধীরে ক্রিকেট নয় রাজনীতি হয়ে ওঠে ইমরানের জীবনের মূলমন্ত্র। দেশকে চ্যাম্পিয়ন করার পর প্রধানমন্ত্রী হওয়াই পাখির চোখ করেছেন ইমরান। এখন দেখার বিশ্বকাপ জয়ের পর এবার ইমরান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসতে পারেন কি না।

জাকার্তায় শুরু হতে চলা এশিয়ান গেমসের আগে সন্ত্রাসবিরোধী মহড়ার একটি দৃশ্য।

এবার মোহনবাগান নির্বাচনে সচিব পদে লড়াই অভিন্ন হৃদয়বন্ধু টুটু-অঞ্জনের

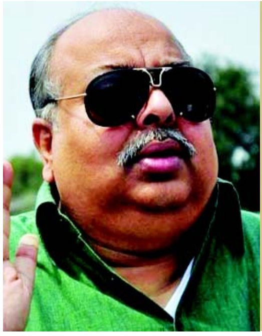

স্টাফ রিপোর্টার: মোহনবাগানের নির্বাচনের দামামা বেজেছে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ববি শরিফের নির্দেশে বাগান কর্তাদের নির্বাচন পর্ব শেষ করতে হবে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। একসময় ধীরেন দে'কে সরিয়ে মোহনবাগানের ক্ষমতায় এসেছিলেন অভিন্ন হৃদয় বন্ধু টুটু বসু এবং অঞ্জন মিত্র। দীর্ঘ দিন মোহনবাগান ক্লাবের সুখে-দুঃখের সাথী দুই বন্ধু আজ ভিন্ন। এবারের নির্বাচন দু'জন দুই মেরুতে। একসময় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করলেও, এবার দুজন দুজনের প্রতিপক্ষ। একসময় যিনি মোহনবাগানের সভাপতি ছিলেন সেই টুটু সবু এবার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু অঞ্জন মিত্রের বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়বেন সচিব পদে। সত্যি কথা বলতে কী টুটু বসু সচিব পদে দাঁড়ালে তা হবে নজিরবিহীন ঘটনা। টুটু বসু-অঞ্জন মিত্রের লড়াই নিয়ে ইতিমধ্যে ময়দানে তোলপাড়। আসলে বাগান সচিব যেভাবে সভাপতি পদ থেকে টুটু বসুকে প্রাক্তন করে দিয়েছেন তা তিনি খোলা মনে মেনে নিতে পারছেন না। তাই প্রিয় বন্ধু অঞ্জনের বিরুদ্ধে সচিব পদে দাঁড়ানো এক প্রকার নিশ্চিত প্রাক্তন বাগান সভাপতি টুটু বসুর। আর সচিব পদে টুটু বসু দাঁড়ালে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে পুরো প্যানেলকেই জিতিয়ে আনতে পারবেন। আর নির্বাচনে জিততে পারলে মাস ছয়েকের মধ্যেও ছেলে সৃঞ্জয় বসুকে সচিব পদে বসিয়ে দিয়ে ফের সভাপতি পদে ফিরে যাবেন টুটু। ২০১৭'তে সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর অনেকেই বলেছিলেন ক্লাব প্রশাসনে আর ফিরবেন না টুটু। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে তিনি ফের ক্লাব প্রশানে ফেরার জন্য মোহনবাগান নির্বাচনে লড়ছেন অভিন্ন হৃদয় বন্ধু অঞ্জন মিত্রর বিরুদ্ধে। ভাবা যায়! নয় নয় করে ২৩ বছর ক্লাব প্রশাসনে এক সঙ্গে লড়াই করার পর এবার ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে দুই বন্ধু দুই শিবিরে। সত্যি সেলুকাস কী বিচিত্র এই দেশ। এক সময় যারা ছিলেন অভিন্ন হৃদয় বন্ধু, আজ তারাই একে অপরের পরম শত্রু। অন্তত মোহনবাগানের নির্বাচন লড়াইয়ে।

ট্রান্সফার ফি দিয়েও সুনীলকে ফেরাতে ব্যর্থ ইস্টবেঙ্গল

স্টাফ রিপোর্টার: ব্যক্তি হোক কিংবা প্রতিষ্ঠান। ভিটামিন এম-র ছোঁয়া পেলে রাতারাতি পাল্টে যায় সবকিছু। মাস খানেক আগে ইস্টবেঙ্গল টাকার জন্য দল গড়তে সমস্যায় পড়েছিল সেই ক্লাবেরই এখন অন্য চেহারা। আল আমনা, কাটসুমিকে চুক্তিবদ্ধ করার পর লাল-হলুদ কর্তারা সই করিয়েছেন কোস্টারিকার বিশ্বকাপার ডিফেন্ডার অ্যাকোস্টাকে। শুধু বিশ্বকাপার নয়, আই লিগ ভুলে এখন ইস্টবেঙ্গলের লক্ষ্য আইএসএলে খেলা। আইএসএলে খেলতে হলে শক্তিশালী দল গড়া খুব প্রয়োজন তাই আল আমনা, কাসিম, অ্যাকোস্টার মতন বিদেশী ফুটবলারদের দলে নেওয়ার পর লাল-হলুদ কর্তাদের এখন নজর ভারতীয় ফুটবলারদের দিকে। ইস্টবেঙ্গলের কর্তারা নজরে রেখেছিলেন বেঙ্গালুরু এফসি'র স্ট্রাইকার সুনীল ছেত্রীকে। দেশের হয়ে ১০৪টি ম্যাচে সুনীল গোল করেছেন ৬৪টি। বর্তমানে ভারতের সর্বোচ্চ দামী ফুটবলার হিসাবে সবার উপরে স্থান পেয়েছেন সুনীল। কয়েক বছর আগে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলে খেললেও শেষ পাঁচবছর সুনীল খেলেছেন বেঙ্গালুরু এফসি'র জার্সি গায়ে। এবার বেঙ্গালুরুকে ট্রান্সফার ফি দিয়ে সুনীলকে ফের লাল-হলুদ জার্সি গায়ে খেলানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন লাল-হলুদ কর্তারা। শুধুই সুনীল নয়, বেঙ্গালুরুর মিডফিল্ডার উদান্ত সিংরে দিকে নজর লাল-হলুদ কর্তাদের। তবু সমস্যা অন্য জায়গায়। সুনীল এবং উদান্তের সঙ্গে বেঙ্গালুরুর চুক্তি রয়েছে দুই বছরের। তাই সুনীল-উদান্তকে বেঙ্গালুরু থেকে দলে টানতে হলে ইস্টবেঙ্গলকে দিতে হবে ট্রান্সফার ফি। লাল-হলুদ কর্তারা ট্রান্সফার ফি দিতে চাইলেও সুনীল-উদান্তকে ছাড়তে রাজি নন। এমন কি সুনীল নিজেও ইস্টবেঙ্গলে ফিরতে খুব আগ্রহী নন। তবে সুনীলকে দলে টানতে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্যকে কাজে লাগাচ্ছে। কারণ সুনীল বিয়ে করেছে সুব্রত'র মেয়ে সোনামকে। তাই সুনীলকে কলকাতায় ফেরাতে ময়দানের বাবলুকে হাতিয়ার করছেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। শেষ পর্যন্ত সুনীল কলকাতায় ফিরলে আখেরে লাভবান হবে ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল হাত বাড়াতেই সুনীলের সঙ্গে ২০২০'র চুক্তির সময়সীমা বাড়িয়ে ২০২২ সাল পর্যন্ত করল বেঙ্গালুরু কর্তারা। সুনীলকে না পেয়ে হতাশ ইস্টবেঙ্গল কর্তারা।

প্রকাশক পার্থ কুণ্ডু কর্তৃক পি-১১, সি. আই. টি. রোড, স্কিম - এল ভি, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ৮১ নীলগঞ্জ রোড, কলকাতা-৭০০ ১০৯ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক : দেবাংশু চক্রবর্তী ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা